কাজী জহিরুল ইসলামের সিরিজ কবিতা

কামসূত্র

১.

সকলি কামের লাগি রজনীশ করেছে কী দোষ?
সীমফুল দেখে কার চুপ থাকে রক্তের বারুদ
কামসুখে নিদ্রা যায় ফাটিয়ে গন্ধক টনি-বুশ
বসরার উষ্ণ বালু কামের বিছানা, কামে বুঁদ
দুই কামুক পুরুষ। তেলের ম্যাসাজ নিতেছেন
দ্বিতীয় ক্রিয়ার আগে, থুক্কু, এইবার সংখ্যা তিন
প্রথমটা পাঠানের দেশে, পাঠা প্রবাসী লাদেন
সেটা হোমোকাম, কানা মোল্লা ছিলো বুশের সতীন।
বোরখার নিচে লুকানো আপেল মক্কাস্থলে নড়ে
আহা কত রসালো না জানি সেই নিষিদ্ধ গন্ধম
ইরানী গোলাপগুলি ঢেউ তোলে তাদের অন্তরে
তেলের ম্যাসাজ শেষে দুজনেই আবার গরম
চলো যাই নিশি রাতে ঢুকে পড়ি হাতে হাত ধরে
ভেজাই খেজুর খেত রাতভর ছিঁড়ে কনডম।

২ জুন, ২০০৫
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

২.

নিস্কাম কর্মের ব্রত করো, কয় নপুংসক গীতা
শোন হে অর্জুন বীর তারে তুমি আড়ালে জিগাও
সুখলাভ বিনে কাম করে কোন দেবতার পিতা
দাক্ষিণাত্যের অরণ্যে, এই রাম, লুকিয়ে কি খাও
লক্ষণ বোঝেনি কিছু? শুধু একা বুঝেছিলো সীতা?
রাবন কাঁপছে দেখো কামজ্বরে সীতাকে সরাও
হনুমান পালিয়েছে, সে এখন প্রেমের কবিতা
পড়ে রাবনের রাজসভাকক্ষে, তাকে ভুলে যাও।
সীতা, প্রিয়তমে, বলিতে বলিতে রাবনের নাও
আটলান্টিক পেরিয়ে দেখো কাটে আরবের ফিতা
আরব সাগরে কিছু বেয়াদপ হাঙ্গরেরা যা-ও
তুলেছিলো মাথা, ঠান্ডা। জিভে পেয়ে বিয়ারের তিতা
রাবন দাঁড়িয়ে বলে, এসো সখী নওশা সাজাও
শৃঙ্গারে জাগাও কাম আরবের নবীন আশ্রিতা।

২ জুন, ২০০৫
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৩.

মুরগীর যোনি দেখে খাড়া হয় গাঁয়ের কৈশোর
গাভীর ভরানি দেখে দেখে হয় তারা মজবুত
জলকেলি করে তারা জ্বলে ওঠে জলের ভিতর
পাটক্ষেতে নড়াচড়া করে যৌবনের কচি ভূত
ওইখানে শুরু হয় যাতাযাতি, শিল্পের মহিমা
জবাফুল থেকে চুষে চুষে পান করে নিয়ামত
একদিন পার হয় তারা পাড়াগাঁ'র পরিসীমা
তারপর সভ্যতার আসঙ্গে ঘটায় কিয়ামত।
চেতে ওঠে তেলভরা চেরাগের মতো নিশিকালে
বগলে মডেল চাই, দেখো না অমুক ভাই খাড়া
আছে হোগার পো। কোন ডর নাই। আমাগোর কালে
আমরাই। ভাল মাল চাই, হয় না আসল ছাড়া।
রাতগুলো ঢুকে যায় সশরীরে রক্তের ভেতর
কে রাধা কে কৃষ্ণ চলে খোঁজাখুঁজি সারারাতভর।

২ জুন, ২০০৫
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৪.

গণতন্ত্র কামসভা বসেছে ঐপাড়ে সমুদ্রের
ছোট ছোট ঢেউয়ের জিভ ছোঁয় নাভীতলদেশ
একসাথে খাড়া হয় পাঁচজন কামুক বেরেশ
গাভীগুলো লেজতুলে যোনিপথ দেখায় তাদের
যেটি লাল, ভেটো দেয় গ্রুপসেক্স করবেনা বলে
গাভীরা অবাক, ঢেলে দেয় কেজি দুই ভয়চনা
চরম পুলকক্ষণে এরকম অঘটন হলে
ক্ষেপে গিয়ে বাকী চার লালটাকে করে ভর্ৎসনা।
ছেড়াবেড়া লেগে যায় বহুতল মহাসভাস্থলে
শাদা দুটি ষাঁড় ভয়ানক রাগী চোখে নেই ব্রীড়া
শিং মেরে চোচ ভাঙে লালটার সুউচ্চ গম্বুজ
রুগ্নগুলো ভয়ে ক্ষ্যমা দেয় সব সভাকামক্রীড়া
তার চেয়ে এই ভালো চলো খুঁজি ঘাসের সবুজ
খড়বিচালির পরে মুখ দেই ফেন-নুন-জলে।

৩ জুন, ২০০৫
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৫.

ছড়িয়ে দিলাম এই মন্ত্র আজ অস্থির বাতাশে
সফল কামের পূর্বশর্ত হলো গায়ের তাকদ
পাঁচজন বুনো ষাঁড় কামসভা মুল্লুকে তাবদ
করে নিয়ন্ত্রণ। তসবীর দানা তারা গাভীশ্বাসে
সারি বেঁধে আরবের, এশিয়ার, গাভীরা দাঁড়িয়ে
আছে তুলে দিয়ে অনুগত দাসত্বের লম্বা লেজ
আহারে ললনা তুমি বঙ্গবাসী, এতোখানি তেজ!
পরিনাম ভেবে দেখো, নাচবেতো, সম্ভ্রম হারিয়ে
ওলানে বুলিয়ে হাত মারিতেছি সোহাগী জলের
ছিটা। খুলে দাও বারো হাত শাড়ী, বুকের কাপড়
ব্যাংক-ট্রাংক ভরে দেবো, বাড়ি-গাড়ি বছর বছর
আনকোরা কচি তুমি, খাসা মাল, ভেবে দেখো ফের
অথর্বের ঘর ছেড়ে আসেনিকি বের হয়ে রাধা
আমার প্রস্তাবে রাজী হতে তবে তোমার কী বাঁধা?

৩ জুন, ২০০৫
আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৬.

রমনীমোহন সে পটালো সুন্দরী ইসাবেলাকে
কলম্বাস ছিলো এক মহাদেব কামান্ধ পুরুষ
আহা কামভাবে স্পেনিশ যুবতী হলেন বেহুশ
কামসুখে তৃপ্ত দেবী দিলেন জয়ের বর তাকে
পিন্টা-নিনো ভাসে স্বপ্নের রূপালী জলে। কলম্বাস
আকাশে পা তুলে খোঁজে নীল সমুদ্রের তলদেশ
অ্যালবাট্রসের ডানা কৈ হলোরে বাবা নিরুদ্দেশ
কামতীর্থ আর কতদূর ওরে, ভারত নিবাস?
অতীব নমস্য গুরু, দিয়ে গেলেন কল্কির ত্যানা
ভাসমান ডালপালা দেখে প্রাণ কেঁপে ওঠে আজও
সাঁজোয়া ভাসাই জলে, ভক্তকূল দল বেঁধে সাজো
দম দিয়ে কল্কিতে হুঙ্কার ছাড়ো দুঃসাহসী সেনা
অঙ্গে মেখে তেল ঠিক রাখো বিজয়ের ওয়েপন
হনুমান বধ করে চলো করি সীতাকে হরণ।

৫ জুন, ২০০৫
সাসান্দ্রা, আইভরিকোস্ট

৭.

আকাশে ভাসলেই ভেঙে যায় মোহন অঙ্গের ঘুম
গোলগাল পৃথিবীটা যেন এক যুবতীর ভরা
বুক, ব্লাউজের হুক খোলা। তার শরীরের ওম
নিয়তির অমোঘ চুম্বক, টান মারে সব ধরে।
ওর বুকে কেন এতো আঁকিবুকি, উল্কির মিছিল
ক্ষতচিহ্নের করুণ স্মৃতি কেন নারীর অন্তরে
জিভ দিয়ে চেটে চেটে তুলে নাও বালির প্রহরা
ঘুমাও যুবতী তুমি এঁটে দিয়ে দরোজার খিল?
আমি একা জেগে থাকি সারারাত শহরের ছাদে
চারিদিকে দেখি হাঁটাহাঁটি করে খোদার গম্বুজ
অসহায় নামাজীরা প্রার্থনালয় না পেয়ে কাঁদে
নরোম কাদায় ছুরি দিয়ে কাটি মাটির ত্রিভূজ
সব রেখা ভেঙেচুরে জ্যামিতির মাঠে শুধু বৃত্ত-
বর্তূল নাচায় সুদুরের এক চতুর দুর্বৃত্ত।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৬ জুন, ২০০৫